বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর অডিট প্রতিবেদন

২০১২-২০১৩

প্রথম খণ্ড

[ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অধীনস্থ বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) রমনা, ঢাকা অফিসের ২০১১-২০১২ আর্থিক সালের লাইসেন্সিং কার্যক্রমের হিসাব সম্পর্কিত]

ডাক, টেলিযোগাযোগ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক নিরীক্ষা অধিদপ্তর

[গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩২ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুসারে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত]

সূচিপত্র

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১.	কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর প্রত্যয়নপত্র	ক
২.	মহাপরিচালকের বক্তব্য	খ
৩.	প্রথম অধ্যায়	১
৪.	অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ	২
৫.	নিরীক্ষা বিষয়ক তথ্য	৩
৬.	অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ	৪
৭.	নিরীক্ষার সুপারিশমালা	৫
৮.	দ্বিতীয় অধ্যায়	৬
৯.	অনুচ্ছেদ সমূহ	৭-১৬

ক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮, কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন) (এ্যামেন্ডমেন্ট) এ্যাক্ট, ১৯৭৫ অনুযায়ী মহাপরিচালক, ডাক, টেলিযোগাযোগ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক নিরীক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এই অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের ১৩২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

স্বাক্ষরিত
মাসুদ আহমেদ
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল,
বাংলাদেশ।

তারিখঃ ৯/৫/১৪২৪ বঙ্গাব্দ
২৪/৮/২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

খ

মহাপরিচালকের বক্তব্য

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অধীন বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) রমনা, ঢাকা অফিসের ২০১১-২০১২ আর্থিক সালের লাইসেন্সিং কার্যক্রমের উপর অডিট সম্পাদনের লক্ষ্যে ডাক, টেলিযোগাযোগ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক ডাটা সংগ্রহ এবং তথ্যাদিসহ স্থানীয়ভাবে নমুনা সংগ্রহের মাধ্যমে নিরীক্ষা করা হয়। লাইসেন্সিং কার্যক্রমের উপর আর্থিক অনিয়ম চিহ্নিতকরণ এবং অনিয়মরোধকল্পে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা পর্যালোচনাসহ সরকারের আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ এবং অনিয়মসমূহ সংশ্লিষ্টদের নজরে আনয়ন করা এ নিরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য।বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) এর লাইসেন্সিং কার্যক্রমের অংশবিশেষ অডিট করা হয়েছে বিধায় এ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত অডিট আপত্তি ও মন্তব্যগুলো কেবলমাত্র উদাহরণমূলক এবং এগুলো বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) এর লাইসেন্সিং কার্যক্রমের উপর আর্থিক ব্যবস্থার সামগ্রিক চিত্র নয়। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) এর সার্বিক আর্থিক ব্যবস্থাপনা, প্রশাসনিক দুর্বলতা, অনিয়ম, ত্রুটি-বিচ্যুতি ইত্যাদি দূরীকরণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটিকে একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা যায়। এ রিপোর্টের প্রথম খন্ডে লাইসেন্সিং কার্যক্রম ব্যবস্থাপনার আর্থিক নিরীক্ষা সংক্রান্ত গুরুতর আর্থিক অনিয়ম, অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আপত্তি সংশ্লিষ্ট প্রমাণক ও বিস্তারিত পরিসংখ্যান (পরিশিষ্ট সমূহ) দ্বিতীয় খন্ডে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

লাইসেন্সিং কার্যক্রম ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা, দক্ষতা ও মান বৃদ্ধিতে রিপোর্টটি ইতিবাচক অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়।

স্বাক্ষরিত
মোঃ জাকির হোসেন খোন্দকার
মহাপরিচালক
ডাক, টেলিযোগাযোগ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
বিষয়ক অডিট অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা।

তারিখঃ ১৫/৪/১৪২৪ বঙ্গাব্দ
৩০/৭/২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) রমনা, ঢাকা অফিসের ২০১১-২০১২ আর্থিক সালের কার্যকরলাইসেন্সিং কার্যক্রমের উপর পাইলট **অডিট** ।

অনুচ্ছেদ নম্বর	শিরোনাম	জড়িত টাকা (কোটি টাকায়)
১	২	৩
১	বিটিসিএল এর নিকট আর্ন্তজাতিক কলের (ইনকামিং) রেভিনিউ শেয়ারিং, বিভিন্ন প্রকার চার্জ/ফি ও জরিমানা বাবদ টাকা অনাদায়ী থাকায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	৯৪৪.৩১
২	বাংলা লায়ন কমিউনিকেশন্স লিমিটেড এবং অজের ওয়ারলেস ব্রডব্যান্ড বাংলাদেশ লিমিটেড এর নিকট হতে বকেয়া রাজস্ব বাবদ অনাদায়ী থাকায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	৪৩.১৪
৩	ন্যাশনাল টেলিকম লিমিটেড এর নিকট হতে বকেয়া আদায় না করায় রাজস্ব ক্ষতি।	২.৩১
৪	লাইসেন্স নবায়ন ফি, স্পেকট্রাম চার্জ, লাইসেন্স একুইজিশন ফি এবং রেভিনিউ শেয়ারিং এর উপর ভ্যাট কর্তন না করায় সরকারী রাজস্ব ক্ষতি।	৭৬৬.০৪
৫	মোবাইল অপারেটরদের নিকট হতে সরকার নির্ধারিত হারে স্পেকট্রাম ফি আদায় না করে কম আদায় করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	৫৫৭.৪২
৬	মোবাইল অপারেটরদের নিকট হতে সরকার নির্ধারিত হারে লাইসেন্স নবায়ন ফি আদায় না করে ১৫% কম আদায় করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	৬.০০
	সর্বমোট=	**২৩১৯.২২**

নিরীক্ষা বিষয়ক তথ্য

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান	ঃ	বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি), রমনা, ঢাকা।
নিরীক্ষার প্রকৃতি	ঃ	নিয়মানুগ নিরীক্ষা
নিরীক্ষার অর্থ বছর	ঃ	২০১১-২০১২ অর্থ বছর।
প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ	ঃ	২৩/০১/২০১৩ - ৩০/০১/২০১৩ খ্রিঃ ১৭/০২/২০১৩ - ০৩/০৩/২০১৩ খ্রিঃ ০৪/০৪/২০১৩ - ০৮/০৪/২০১৩ খ্রিঃ
নিরীক্ষার সময়	ঃ	১৩/০৫/২০১৩ - ২৬/০৬/২০১৩ খ্রিঃ
নিরীক্ষার কৌশল	ঃ	কাগজপত্র পরীক্ষা, বিভিন্ন অভিযোগ যাচাই, সাক্ষাৎকার, চাহিদা পত্র এর মাধ্যমে তথ্যাদি সরবরাহ ও বিশ্লেষণ, সরেজমিনে পরিদর্শন ।
নিরীক্ষা দলের সদস্য সংখ্যা	ঃ	১। জেবুন নেছা হায়দার, উপ-পরিচালক । ২। মোঃ হুমায়ুন কবির, নিরীক্ষা ও হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা। ৩। মোঃ জাহাঙ্গীর কবির তালুকদার, সুপার। ৪। মোহাম্মদ আবু সাজ্জাদ, অডিটর।
নিরীক্ষা তথ্য সংগ্রহের কৌশল	ঃ	চেক লিষ্ট প্রণয়ন করতঃ চাহিদাপত্র ইস্যুকরণ ও বিভিন্ন অবজারভেশন ও আলোচনা।
ম্যানেজমেন্ট ইস্যু	ঃ	১। সরকারি বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করা। ২। সরকারি রাজস্ব আদায়ে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা। ৩। অভ্যন্তরীন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আরো অধিকতর শক্তিশালী করা।

অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ

*	বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন,২০০১ এর বিধান অনুযায়ী বকেয়া আদায়ের বিষয়ে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ না করা।
*	মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা মোতাবেক উৎস কর কর্তন না করা।
*	সেলুলার মোবাইল ফোন অপারেটরদের রেগুলেটরী এন্ড লাইসেন্সিং গাইডলাইন ২০১১ এর ৮.১ অনুসরণ না করা ।
*	সেলুলার মোবাইল ফোন অপারেটর রেগুলেটরী এন্ড লাইসেন্সিং গাইডলাইন ২০১১ এর ৭.১.১ মোতাবেক লাইসেন্স নবায়ন ফি আদায় না করা।

নিরীক্ষার সুপারিশমালা

*	বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন,২০০১ এর বিধান অনুযায়ী বকেয়া আদায়ের বিষয়ে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করা আবশ্যক।
*	মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা মোতাবেক উৎস কর কর্তন করা আবশ্যক।
*	সেলুলার মোবাইল ফোন অপারেটরদের রেগুলেটরী এন্ড লাইসেন্সিং গাইডলাইন ২০১১ এর ৮.১ অনুসরণ করা আবশ্যক।
*	সেলুলার মোবাইল ফোন অপারেটর রেগুলেটরী এন্ড লাইসেন্সিং গাইডলাইন ২০১১ এর ৭.১.১ মোতাবেক লাইসেন্স নবায়ন ফি আদায় করা আবশ্যক।

দ্বিতীয় অধ্যায়
(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

অনুচ্ছেদ নং-০১

শিরোনামঃ বিটিসিএল এর নিকট আন্তর্জাতিক কলের (ইনকামিং) রেভিনিউ শেয়ারিং, বিভিন্ন প্রকার চার্জ/ফি ও জরিমানা বাবদ ৯৪৪.৩১ কোটি টাকা অনাদায়ী থাকায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।

বিবরণঃ

- চেয়ারম্যান, বিটিআরসি, আইইবি ভবন, রমনা, ঢাকা অফিসের ২০১১-২০১২ হিসাব সালের লাইসেন্সিং কার্যক্রমের উপর নিরীক্ষা কালে বিটিসিএল এর নিকট অনাদায়ী রাজস্বের রেজিষ্টার, জার্নাল ভাউচার ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, রেভিনিউ শেয়ারিং, বিভিন্ন প্রকার চার্জ/ফি ও বিলম্ব ফি বাবদ ৯৪৪.৩১ কোটি টাকা দীর্ঘদিন যাবৎ অনাদায়ী অবস্থায় পড়ে আছে।
- বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ আইন ২০০১ এর বিধি-২৬ মোতাবেক যদি কোন লাইসেন্সী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তার নির্ধারিত রাজস্ব পরিশোধে ব্যর্থ হয় তবে বিটিআরসি উক্ত লাইসেন্সীর বিরুদ্ধে কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে। এছাড়াও সরকারী অর্থ আদায় আইন ১৯১৩ এর উপ-ধারা (১) মোতাবেক সার্টিফিকেট কর্মকর্তা নিয়োগ পূর্বক অনাদায়ী অর্থ আদায়ের কার্যক্রমও নিতে পারে।
- বিটিসিএল এর অনাদায়ী রাজস্ব সংক্রান্ত নথি, জার্নাল ভাউচার ও কমিশন সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সংক্রান্ত নথির স্মারক নং- বিটিআরসি/ সচিব/কমিশন সভা প্রতিবেদন/২০১২-৪৫ তারিখ ০৪/০৬/২০১৩ পর্যালোচনায় ১৪২ তম কমিশন সভায় ক্রমিক নং-০২ এর সিদ্ধান্তে দেখা যায় বিটিসিএল এর কাছে আন্তর্জাতিক কলের (ইনকামিং) রেভিনিউ শেয়ারিং, বিভিন্ন গেটওয়ে লাইসেন্স ফি সহ সর্বমোট অনাদায়ী ছিল ১৭২৪.১১ কোটি টাকা।

অনিয়মের কারণঃ

- বিটিসিএল এর অনাদায়ী রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে বিটিআরসি'র মনিটরিং ও সুপারভিশন ব্যবস্থায় দুর্বলতা রয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিটিআরসি'র বকেয়া রাজস্ব পরিশোধে ব্যর্থ হলে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর বিধান অনুযায়ী সমুদয় বকেয়া আদায়ের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। পরবর্তীতে বিটিআরসি কর্তৃক বিটিসিএল হতে বকেয়া রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও বকেয়া রাজস্ব পরিশোধের ব্যাপারে বিটিসিএল হতে সাড়া পাওয়া যায়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- বিটিসিএল এর নিকট পাওনা বকেয়া রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যান মহোদয়ের সভাপতিত্বে বিটিসিএল এর ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সাথে দ্বি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই সভায় বিটিসিএল এবং কমিশনের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন সময়ে কমিশনের উর্ধ্বতন পযায়ে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে অদ্যাবধি ৭৭৯.৮০ কোটি টাকা আদায় সম্ভব হয়েছে। সর্বশেষ সেপ্টেম্বর ২০১৬ খ্রিঃ মাসে বিটিসিএল এর সমুদয় বকেয়া রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যে চেয়ারম্যান বিটিআরসি মহোদায় মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সদয় হস্তক্ষেপ কামনা করে পত্র প্রেরণ করেন।উল্লেখ্য রাজস্ব বকেয়া ও আদায় একটি চলমান প্রক্রিয়া।বকেয়া আদায়ের ব্যাপারে সার্বিক অগ্রগতি পরবর্তীতে অডিট অফিসকে অবহিত করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- বিষয়টিকে অগ্রিম অনুচ্ছেদে উন্নীত করে ২৯/০৮/২০১৩ খ্রি: তারিখে মন্ত্রণালয় এর বরাবরে প্রেরণ করা হয়। যথাসময়ে মন্ত্রণালয় হতে কোন জবাব না পাওয়ায় ২৭/১১/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হলে মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৮/১২/২০১৩ তারিখের পত্রে জবাবে জানানো হয় যে বকেয়া রাজস্ব আদায়ের জন্য মন্ত্রণালয় এবং বিটিআরসি এর যৌথ প্রচেষ্টা চলছে। বিটিআরসি কর্তৃক সময়ে সময়ে রাজস্ব আদায়ের অবস্থা সম্পর্কে অডিটকে অবহিত করা হবে। পরবর্তীতে সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ৩০/০৩/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। সর্বশেষ ২৩/০৮/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে ৭৭৯,৮০,৫০,০০০/- টাকা জমার প্রমাণক উপস্থাপন করা হলে তা যাচাই করে সঠিক থাকায় মূল আপত্তির সাথে সমন্বয় করা হয়েছে।

নিরীক্ষা সুপারিশঃ

- বিটিআরসি কর্তৃক বিটিসিএল হতে বকেয়া রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করে অনাদায়ী/ বকেয়া রাজস্ব আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-০২

শিরোনামঃ বাংলালায়ন কমিউনিকেশন্স লিমিটেড এবং অজের ওয়্যারলেস ব্রডব্যান্ড বাংলাদেশ লিমিটেড এর নিকট পাওনা ৪৩.১৪ কোটি টাকা অনাদায় থাকায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।

বিবরণঃ

- চেয়ারম্যান, বিটিআরসি, আইইবি ভবন, রমনা, ঢাকা অফিসের ২০১১-২০১২ আর্থিক সালের রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত নথি, কমিশন সভার কাযবিবরনী এবং সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পত্রাদি নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, বাংলালায়ন কমিউনিকেশন্স লিমিটেড এবং অজের ওয়্যারলেস ব্রডব্যান্ড বাংলাদেশ এর নিকট হতে বকেয়া বাবদ যথাক্রমে (২৬.০৬ কোটি + ১৭.০৮ কোটি)= ৪৩.১৪ কোটি টাকা অনাদায়ী রয়েছে **(পরিশিষ্ট-১)**।

- নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, বাংলালায়ন কমিউনিকেশন্স লিঃ এর নিকট বিটিআরসি নভেম্বর/২০০৯ হতে সেপ্টেম্বর/২০১২ পর্যন্ত ১২কোয়ার্টার্রের ফ্রিকোয়েন্সি চার্জ বাবদ ২২.৪৩ কোটি টাকা, জুলাই/২০১১ হতে সেপ্টেম্বর/২০১২ পর্যন্ত ৫ কোয়ার্টার্রের রেভিনিউ শেয়ারিং বাবদ ২.৭৩ কোটি টাকা এবং জানুয়ারী/২০১১ হতে জুন/২০১২ পর্যন্ত সময়কালের প্রদেয় ০৪% হারে রেভিনিউ শেয়ারিং এর অবশিষ্ট ০২% বাবদ ৪৩ লক্ষ টাকা এবং ১৫% হারে বিলম্ব ফি বাবদ ৫.১০ কোটি টাকা সহ মোট আদায়যোগ্য ৩০.৬৯ কোটি টাকা বকেয়া ছিল। অজের ওয়ারলেস ব্রডব্যান্ড বাংলাদেশ লিমিটেড এর নিকট এপ্রিল/২০০৯ হতে সেপ্টেম্বর/২০১২ পর্যন্ত সময়কালের ফ্রিকোয়েন্সি চার্জ বাবদ ১৮.৫৬ কোটি টাকা, জানুয়ারী/ ২০১২ হতে সেপ্টেম্বর/২০১২ পর্যন্ত ৩ কোয়ার্টার্রের রেভিনিউ শেয়ারিং বাবদ ২.৩৯ কোটি টাকা এবং ১৫% হারে বিলম্ব ফি বাবদ ৩.৮৮ কোটি মোট ২৪.৮৩ কোটি টাকা সহ সর্বমোট আদায়যোগ্য বকেয়া ছিল (৩০.৬৯+২৪.৮৩)= ৫৫.৫২ কোটি টাকা।

অনিয়মের কারণঃ

- বাংলালায়ন কমিউনিকেশন্স লিমিটেড এবং অজের ওয়ারলেস ব্রডব্যান্ড বাংলাদেশ এর অনাদায়ী রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে বিটিআরসি'র মনিটরিং ও সুপারভিশন ব্যবস্থায় দুর্বলতা রয়েছে।নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিটিআরসি'র বকেয়া রাজস্ব পরিশোধে ব্যর্থ হলে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর বিধান অনুযায়ী সমুদয় বকেয়া আদায়ের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- বাংলালায়ন কমিউনিকেশন লিঃ নভেম্বর, ২০০৯ হতে সেপ্টেম্বর, ২০১২ পর্যন্ত সময়ে ফ্রিকোয়েন্সি চার্জ বাবদ ২২.৪৩ কোটি টাকার মধ্যে Actual Area Coverage এর উপর ফ্রিকোয়েন্সি চার্জ বাবদ ১.১৪ কোটি, রেভিনিউ শেয়ারিং বাবদ = ২.৭৩ কোটি, অবশিষ্ট ০২% রেভিনিউ শেয়ারিং বাবদ আপত্তিতে উল্লেখিত ৪৩ লক্ষ টাকা ৩০ মে/ ২০১৩ তারিখে পরিশোধ করেছে। বিলম্ব ফি বাবদ আপত্তিতে উল্লেখিত ৫.১০ কোটি টাকার মধ্যে ৩২.৩৩ লক্ষ টাকা জমার প্রমাণক পাওয়া গিয়াছে। অবশিষ্ট বকেয়া রাজস্ব পরিশোধের সময় বিলম্ব ফি আদায়ের অগ্রগতি জানানো হবে।
- অজের ওয়ারলেস ব্রডব্যান্ড এপ্রিল/২০০৯ হতে সেপ্টেম্বর/২০১২ পর্যন্ত সময়ে আপত্তিতে উল্লেখিত ফ্রিকোয়েন্সী চার্জ বাবদ ১৮.৫৬ কোটি টাকার মধ্যে ৭.৩০ কোটি টাকা, জানুয়ারী/২০১২ হতে সেপ্টেম্বর-২০১২ পর্যন্ত সময়ের আপত্তিতে উল্লেখিত বিলম্ব ফি বাবদ ৩.৮৮ কোটি টাকার মধ্যে ৪৪.৮৬ লক্ষ টাকা আদায় হয়েছে। অবশিষ্ট রেভিনিউ শেয়ারিং এর টাকা আদায়ের সময় বিলম্ব ফি'র অগ্রগতি অডিট অফিসকে অবহিত করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাবে উল্লেখিত বর্ণিত বাংলালায়ন কর্তৃক পরিশোধিত (১.১৪+২.৭৩+.৪৩+.৩২৩৩) কোটি টাকা এবং অজের ওয়্যারলেস কর্তৃক (৭.৩০+.৪৫) কোটি টাকা সহ সর্বমোট ১২.৩৭৩৩ কোটি টাকা আদায়ের প্রমানক পাওয়া গিয়াছে। ফলে বাংলালায়ন এবং অজের ওয়্যারলেসের নিকট বকেয়ার পরিমাণ দাড়ায় (৫৫.৫২-১২.৩৭৩৩)= ৪৩.১৪ কোটি টাকা।
- বিষয়টিকে অগ্রিম অনুচ্ছেদে উন্নীত করে ২৯/০৮/২০১৩ খ্রি: তারিখে মন্ত্রণালয় এর বরাবরে প্রেরণ করা হয়। মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৮/১২/২০১৩ তারিখের পত্রে জবাবে জানানো হয় যে, বাংলালায়ন কোম্পানী লিমিটেড এর নিকট হতে বকেয়া ৩০.৬৯ কোটি টাকার মধ্যে ৭.৬৬ কোটি টাকা এবং অজের ওয়্যারলেস ব্রডব্যান্ড বাংলাদেশের নিকট থেকে বকেয়া ২৪.৮৩ কোটি টাকার মধ্যে ৮.৯১ কোটি টাকা ইতিমধ্যে আদায় করা হয়েছে অবশিষ্ট বকেয়া টাকা আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। কিন্তু আদায়ের স্বপক্ষে প্রমাণক না পাওয়ায় এই অধিদপ্তর কর্তৃক ২১/০৫/২০১৪ তারিখে প্রেরিত পত্রে সমূদয় বকেয়া রাজস্ব সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আদায়পূর্বক অডিটকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হয়। পরবর্তীতে ৫/৮/২০১৪ তারিখে মন্ত্রণালয় কর্তৃক অডিট আপত্তির উপর যে জবাব প্রদান করা হয় তাতে এই অনুচ্ছেদের উপর কোন জবাব প্রদান করা হয়নি। এমতাবস্থায়, সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ৩০/০৩/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। সর্বশেষ ২৩/০৮/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে বাংলালায়ন কোম্পানী লিমিটেড এর নিকট হতে ৩২,৩৩,৭৪৫/- টাকা জমার প্রমাণক উপস্থাপন করা হলে তা যাচাই করে সঠিক থাকায় মূল আপত্তির সাথে সমন্বয় করা হয়েছে।

নিরীক্ষা সুপারিশঃ

- বাংলালায়ন কমিউনিকেশন্স লিমিটেড এবং অজের ওয়ারলেস ব্রডব্যান্ড বাংলাদেশ এর নিকট হতে বকেয়া রাজস্ব বাবদ অনাদায়ী ৪৩.১৪ কোটি টাকা আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-০৩

শিরোনামঃ ন্যাশনাল টেলিকম লিমিটেড এর নিকট হতে বকেয়া রাজস্ব বাবদ ২.৩১ কোটি টাকা আদায় না করায় রাজস্ব ক্ষতি।

বিবরণঃ

- চেয়ারম্যান, বিটিআরসি, আইইবি ভবন, রমনা, ঢাকা অফিসের ২০১১-২০১২ আর্থিক সালের লাইসেন্স সংক্রান্ত রেকর্ড পত্র, ফি, চার্জ এবং রেভিনিউ শেয়ারিং আদায় সংক্রান্ত নথি ও রেজিষ্টার নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, ন্যাশনাল টেলিকম লিমিটেড এর নিকট হতে লাইসেন্স ফি, স্পেকট্রাম্প চার্জ ও রেভিনিউ শেয়ারিংএর মোট বকেয়া বাবদ ২.৩১ কোটি টাকা আদায় না হওয়ায় সরকারী রাজস্বের ক্ষতি হয়েছে **(পরিশিষ্ট-২)**।
- নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, ন্যাশনাল টেলিকম লিমিটেড এর নিকট হতে আদায়যোগ্য ফি, চার্জ এবং রেভিনিউ শেয়ারিং এর টাকা ২৫% আদায় হয়েছে। অবশিষ্ট ৭৫% রাজস্ব আদায় হয়নি।

অনিয়মের কারণঃ

- বিটিআরসি'র মনিটরিং ও সুপারভিশন ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণে ন্যাশনাল টেলিকম লিমিটেড এর অনাদায়ী রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর বিধান অনুযায়ী বকেয়া আদায়ের উদ্যোগ গ্রহণ না করায় অবশিষ্ট ৭৫% অর্থাৎ ২.৩১ কোটি টাকা সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- ন্যাশনাল টেলিকমের নিকট পাওনা ৩,০৮,২০,৪৮১/- টাকার ২৫% অর্থ ৭৭,০৫,১২০/- টাকা কমিশনে জমা দিয়েছে। অবশিষ্ট ৭৫% রাজস্ব পরিশোধের জন্য তাদেরকে ০৬ কিস্তিতে পরিশোধের সুযোগ দেয়া হয়েছিল। কিন্তু ন্যাশনাল টেলিকম লিঃ কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত কোন কিস্তির টাকা পরিশোধ করে নাই। এ ব্যাপারে এল এল (লিগ্যাল ও লাইসেন্সিং) বিভাগ হতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- আপত্তিকৃত বকেয়া অবশিষ্ট ৭৫% রাজস্ব আদায় করা আবশ্যক।
- বিষয়টিকে অগ্রিম অনুচ্ছেদে উন্নীত করে ২৯/০৮/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় এর বরাবরে প্রেরণ করা হয়। মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৮/১২/২০১৩ তারিখের পত্রে জবাবে জানানো হয় যে ন্যাশনাল টেলিকম লিমিটেড এর নিকট পাওনা ৩,০৮,২০,৪৮১/- টাকার মধ্যে ২৫% অর্থাৎ ৭৭,০৫,১২০/- টাকা আদায় করা হয়েছে। অবশিষ্ট টাকা আদায়ের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।মন্ত্রণালয়ের জবাবের প্রেক্ষিতে এই অধিদপ্তর কর্তৃক ২১/০৫/২০১৪ তারিখে প্রেরিত পত্রে আপত্তিকৃত সমুদয় টাকা আদায়পূর্বক অডিটকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হয়। পরবর্তীতে ৫/৮/২০১৪ তারিখে মন্ত্রণালয় কর্তৃক অডিট আপত্তির উপর যে জবাব প্রদান করা হয় তাতে এই অনুচ্ছেদের উপর কোন জবাব প্রদান করা হয়নি। এমতাবস্থায়, সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ৩০/০৩/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হলে ১৬/৪/২০১৫ এবং ১৪/১২/২০১৫ তারিখে মন্ত্রণালয় কর্তৃক অন্যান্য অডিট আপত্তির উপর পুনরায় জবাব প্রদান করা হলেও এই অনুচ্ছেদের উপর কোন জবাব প্রদান করা হয়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশঃ

- আপত্তিকৃত সমুদয় টাকা আদায় পূর্বক আদায়ের প্রমাণক সহ অডিটকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ০৪

শিরোনামঃ লাইসেন্স নবায়ন ফি, স্পেকট্রাম চার্জ, লাইসেন্স একুইজিশন ফি এবং রেভিনিউ শেয়ারিং বাবদ প্রাপ্ত অর্থের ভ্যাট কর্তন না করায় ৭৬৬.০৪ কোটি টাকার সরকারি রাজস্ব ক্ষতি।

বিবরণঃ

- চেয়ারম্যান, বিটিআরসি, আইইবি ভবন, রমনা, ঢাকা অফিসের ২০১১-২০১২ সালের লাইসেন্সিং কার্যক্রমের উপর নিরীক্ষাকালীন সময়ে বিভিন্ন অপারেটরদের রাজস্ব আয় সংক্রান্ত নথি, ভ্যাট রেজিষ্টার ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, লাইসেন্স নবায়ন ফি এবং স্পেকট্রাম চার্জের উপর ভ্যাট আদায় না করায় ৭৬৬,০৪,৩০,৫০৭/- টাকা সরকারি রাজস্বের ক্ষতি সাধিত হয়েছে **(পরিশিষ্ট-৩ (১-৬))**।

অনিয়মের কারণঃ

- মূসক বিধিমালা ১৯৯১ এর বিধি-১৮ (ঙ) এর ভিত্তিতে জারীকৃত এন,বি,আর এর ভ্যাট সংক্রান্ত নির্দেশিকা নং ৬ (৬) মূসক নীঃ ও বা/২০১০/২৫৭ তাং- ২২-০৭-২০১০ মোতাবেক ১৫% হারে উৎসে ভ্যাট কর্তন না করায় রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- সংশ্লিষ্ট অফিস কর্তৃক আপত্তিকৃত ভ্যাটের টাকা পরিশোধ করা হয়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- মূসক বিধিমালা ১৯৯১ এর বিধি-১৮ (ঙ) এর ভিত্তিতে জারীকৃত এন,বি,আর এর ভ্যাট সংক্রান্ত নির্দেশিকা নং ৬ (৬) মূসক নীঃ ও বা/২০১০/২৫৭ তাং- ২২-০৭-২০১০ মোতাবেক ১৫% হারে উৎসে ভ্যাট কর্তনযোগ্য।
- বিষয়টিকে অগ্রিম অনুচ্ছেদে উন্নীত করে ২৯/০৮/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় এর বরাবরে প্রেরণ করা হয়। মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত ১৮/১২/২০১৩ তারিখের পত্রে জানানো হয় যে, কমিশন মোবাইল অপারেটরগনকে কমিশনের লাইসেন্স সংক্রান্ত চার্জ কমিশনে জমা এবং উহার অতিরিক্ত ১৫% মূসক অন্তর্ভুক্ত ও কর্তন করে এনবিআরে জমার নির্দেশ প্রদান করলে মোবাইল অপারেটরগন এ বিষয়ে সুপ্রীম কোর্টে ভিন্ন ভিন্নভাবে রীট মামলা দায়ের করে। আদালতের রায় পাওয়ার পর অডিটকে অবহিত করা হবে। এমতাবস্থায়, সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ৩০/০৩/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হলে ১৬/৪/২০১৫ এবং ১৪/১২/২০১৫ তারিখে মন্ত্রণালয় কর্তৃক অন্যান্য অডিট আপত্তির উপর পুনরায় জবাব প্রদান করা হলেও এই অনুচ্ছেদের উপর কোন জবাব প্রদান করা হয়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশঃ

- আপত্তিকৃত ভ্যাট এর টাকা রাজস্ব বোর্ডকে প্রদানের স্বপক্ষে প্রমাণকসহ জবাব অডিটকে অবহিত করা আবশ্যক।
- বিটিআরসিকে সময়মত মনিটরিং করার পদ্ধতি চালু পূর্বক অসঙ্গতি দূর করার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।
- মামলার ফলাফল অনুসারে পরবর্তী অগ্রগতি নিরীক্ষাকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং- ৫

শিরোনামঃ- মোবাইল অপারেটরদের নিকট হতে সরকার নির্ধারিত হারে স্পেকট্রাম ফি আদায় না করে ১৫% কম হারে আদায় করায় ৫৫৭.৪২ কোটি টাকা রাজস্ব ক্ষতি।

বিবরণঃ

- চেয়ারম্যান, বিটিআরসি,আইইবি ভবন,রমনা, ঢাকা অফিসের ২০১১-২০১২ খ্রিঃ আর্থিক সালের লাইসেন্সিং কাযক্রমের উপর নিরীক্ষাকালে মোবাইল অপারেটরের নিকট হতে স্পেকট্রাম ফি আদায় সংক্রান্ত নথি এবং সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পত্রাদি নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, মোবাইল অপারেটরদের নিকট হতে সরকার নির্ধারিত হারে স্পেকট্রাম ফি আদায় না করে ১৫% কম হারে আদায় করায় ৫৫৭,৪২,৪৬,০০০/- টাকা সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে (**পরিশিষ্ট-৪**)।

- সেলুলার মোবাইল ফোন অপারেটর রেগুলেটরী এন্ড লাইসেন্সিং গাইডলাইন ২০১১ এর ৮/১ মোতাবেক মোবাইল অপারেটরদের নিকট হতে সরকার নির্ধারিত হারে স্পেকট্রাম ফি আদায় করতে হবে। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে উক্ত গাইডলাইন অনুযায়ী সরকার নির্ধারিত হারে স্পেকট্রাম ফি আদায় না করে স্পেকট্রাম ফি ৮৫% হারে আদায় করায় উক্ত টাকা ৪টি মোবাইল অপারেটর বিটিআরসিকে মোট ৫৫৭.৪২ কোটি টাকা কম প্রদান করেছে।

অনিয়মের কারণঃ

- সেলুলার মোবাইল ফোন অপারেটরদের রেগুলেটরী এন্ড লাইসেন্সিং গাইডলাইন ২০১১ এর ৮.১ মোতাবেক স্পেকট্রাম ফি আদায় না করে ১৫% কম হারে আদায় করা হয়েছে।VAT আইন অনুযায়ী ভাড়া গ্রহণকারী অর্থাৎ অপারেটরগন ১০০ টাকার উপর ১৫% VAT প্রদান করবে সরাসরি NBR কে বা ভাড়া গ্রহণকারীকে যা ভাড়া গ্রহণকারী বিটিআরসি পরবর্তীতে NBR কে দেবে।কিন্তু মোবাইল অপারেটরগন ১০০ টাকা হতে ১৫% কেটে রেখে BTRC কে ৮৫% দিয়েছে।ফলে BTRC ৫৫৭.৪২ কোটি টাকা রাজস্ব হতে বঞ্চিত হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, সেগুনবাগিচা, ঢাকা'র নথি নং- ৭ (১৪) মূসক নীতি ও বাজেট/২০০৮/১৪৫ (১-২০), তারিখঃ ২০-১০-১১ এর মাধ্যমে এই র্মে নির্দেশ প্রদান করে যে, ২-(খ) মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এর ১৮ (ঙ) বিধির অধীনে লাইসেন্স প্রদান/নবায়ন ফি এবং লাইসেন্সের শর্তাধীনে ফি/চার্জ/ রেভিনিউ শেয়ারিং ইত্যাদির অর্থ প্রদান কালে মোবাইল অপারেটরগন (সুবিধা গ্রহণকারী) কর্তৃক প্রযোজ্য মূসক উৎসে কর্তন করে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (BTRC) (সুবিধা গ্রহণকারী) কর্তৃপক্ষকে অর্থ প্রদান করতে হবে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এ পত্রের প্রেক্ষিতে বিটিআরসি'র পাওনা স্পেকট্রাম চার্জ এর অর্থ হতে মূসক বাবদ ১৫% হারে টাকা কর্তন করে ০৪ টি মোবাইল অপারেটর অর্থ বিটিআরসি'কে প্রদান করেছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- সেলুলার মোবাইল ফোন অপারেটর গাইড লাইন অনুসারে স্পেকট্রাম চার্জ কর্তন করা হয়নি।

- বিষয়টিকে অগ্রিম অনুচ্ছেদে উন্নীত করে ২৯/০৮/২০১৩ খ্রি: তারিখে মন্ত্রণালয় এর বরাবরে প্রেরণ করা হয়। মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত ১৮/১২/২০১৩ তারিখের পত্রে জানানো হয় যে, কমিশন মোবাইল অপারেটরগনকে কমিশনের লাইসেন্স সংক্রান্ত চার্জ কমিশনে জমা এবং উহার অতিরিক্ত ১৫% মূসক এনবিআরে জমার নির্দেশ প্রদান করলে মোবাইল অপারেটরগন এ বিষয়ে সুপ্রীম কোর্টে ভিন্ন ভিন্নভাবে রীট মামলা দায়ের করে। এমতাবস্থায়, সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ৩০/০৩/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। মামলার অগ্রগতি সম্পর্কে ১৯/০১/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হলে বিটিআরসি ১৪/০২/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে পত্রের মাধ্যমে জানায় যে, আদালতের চুড়ান্ত রায় পাওয়ার পর অডিটকে অবহিত করা হবে।

নিরীক্ষা সুপারিশঃ

- মামলার ফলাফল অনুসারে পরবর্তী অগ্রগতি নিরীক্ষাকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং- ৬

শিরোনামঃ- মোবাইল অপারেটরদের নিকট হতে সরকার নির্ধারিত হারে লাইসেন্স নবায়ন ফি আদায় না করে ১৫% কম হারে আদায় করায় ৬.০০ কোটি টাকা রাজস্ব ক্ষতি।

বিবরণঃ

- চেয়ারম্যান, বিটিআরসি,আইইবি ভবন, রমনা, ঢাকা অফিসের ২০১১-২০১২ খ্রিঃ আর্থিক হিসাব সালের লাইসেন্সিং কার্যক্রমের উপর নিরীক্ষা কালে মোবাইল অপারেটরদের লাইসেন্স নবায়ন সংক্রান্ত নথি এবং সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পত্রাদি নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, মোবাইল অপারেটরদের নিকট হতে সরকার নির্ধারিত হারে লাইসেন্স নবায়ন ফি আদায় না করে ১৫% কম হারে আদায় করায় ৬.০০ কোটি টাকা সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে (**পরিশিষ্ট-৫**)।

- সেলুলার মোবাইল ফোন অপারেটর রেগুলেটরী এন্ড গাইড লাইন ২০১১ এর ৭.১.১ মোতাবেক লাইসেন্স নবায়ন ফি ১০ কোটি টাকা। ফলে প্রতিটি লাইসেন্সের বিপরীতে প্রতি বৎসরে ১০ কোটি টাকা বিটিআরসি,র পাওনা। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে ৮৫% হারে লাইসেন্স নবায়ন ফি প্রদান করায় প্রতিটি লাইসেন্সের নবায়ন ফি বাবদ ৮.৫ কোটি টাকা বিটিআরসিকে প্রদান করা হয়েছে। ফলে ৪টি মোবাইল অপারেটর এর নিকট হতে লাইসেন্স নবায়ন ফি বাবদ উক্ত টাকা কম আদায় করা হয়েছে। VAT আইন অনুযায়ী ভাড়া গ্রহণকারী অর্থাৎ অপারেটরগন ১০০ টাকার উপর ১৫% VAT প্রদান করবে সরাসরি NBR কে বা ভাড়া গ্রহণকারীকে যা ভাড়া গ্রহণকারী বিটিআরসি পরবর্তীতে NBR কে দেবে।কিন্তু মোবাইল অপারেটরগন ১০০ টাকা হতে ১৫% কেটে রেখে BTRC কে ৮৫% দিয়েছে।ফলে BTRC ৬.০০ কোটি টাকা রাজস্ব হতে বঞ্চিত হয়েছে।

অনিয়মের কারণঃ

- সেলুলার মোবাইল ফোন অপারেটর রেগুলেটরী এন্ড লাইসেন্সিং গাইডলাইন ২০১১ এর ৭.১.১ মোতাবেক লাইসেন্স নবায়ন ফি বাবদ ১০ কোটি টাকা আদায় না করে ৮.৫ কোটি টাকা আদায় করা হয়েছে। ফলে লাইসেন্স প্রতি (১০ কোটি - ৮.৫ কোটি) = ১.৫ কোটি টাকা কম আদায় করায় ৪টি মোবাইল অপারেটরের নিকট সর্বমোট (১.৫Ø৪) = ৬.০০ কোটি টাকা কম রাজস্ব আদায় হয়েছে। যদিও বিটিআরসি বলেছে এটি একটি বিচারাধীন বিষয় কিন্তু এ বিষয়ে কোন প্রকার প্রমাণক দেয়নি। VAT আইন অনুযায়ী ভাড়া গ্রহণকারী অর্থাৎ অপারেটরগন ১০০ টাকার উপর ১৫% VAT প্রদান করবে সরাসরি NBR কে বা ভাড়া গ্রহণকারীকে যা ভাড়া গ্রহণকারী বিটিআরসি পরবর্তীতে NBR কে দেবে।কিন্তু মোবাইল অপারেটরগন ১০০ টাকা হতে ১৫% কেটে রেখে BTRC কে ৮৫% দিয়েছে।ফলে BTRC ৬.০০ কোটি টাকা রাজস্ব হতে বঞ্চিত হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, সেগুনবাগিচা, ঢাকার নথি নং-৭(১৪) মূসক নীতি ও বাজেট/২০০৮/১৪৫(১-২০), তারিখঃ ২০-১০-২০১১ এর মাধ্যমে এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করে যে,২-(খ) মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এর ১৮(ঙ) বিধির অধীনে "লাইসেন্স প্রদান/নবায়ন ফি এবং লাইসেন্সের শর্তাধীনে ফি/চার্জ/রেভিনিউ শেয়ারিং ইত্যাদির অর্থ প্রদান কালে মোবাইল অপারেটরস (সুবিধা গ্রহণকারী) কর্তৃক প্রযোজ্য মূসক উৎসে কর্তন করে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (BTRC) সুবিধা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে অর্থ প্রদান করতে হবে„। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এ পত্রের প্রেক্ষিতে

বিটিআরসি এর পাওনা রেভিনিউ শেয়ারিং এর অর্থ হতে মূসক বাবদ ১৫% হারে টাকা কর্তন করে অবশিষ্ট অর্থ বিটিআরসি,কে প্রদান করেছে। এ বিষয়ে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের অধীন বিভাগে মামলা বিচারাধীন আছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- বিষয়টিকে অগ্রিম অনুচ্ছেদে উন্নীত করে ২৯/০৮/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় এর বরাবরে প্রেরণ করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ৩০/০৩/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। মামলার অগ্রগতি সম্পর্কে ১৯/০১/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হলে বিটিআরসি ১৪/০২/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে পত্রের মাধ্যমে জানায় যে, আদালতের চুড়ান্ত রায় পাওয়ার পর অডিটকে অবহিত করা হবে।

নিরীক্ষা সুপারিশঃ

- মামলার রায় অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ পূর্বক অডিটকে অবহিত করা আবশ্যক।

স্বাক্ষরিত
৩০/৭/২০১৭
মোঃ জাকির হোসেন খোন্দকার
মহাপরিচালক
ডাক, টেলিযোগাযোগ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
বিষয়ক নিরীক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।